কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননীয় বিচারপতি **(গণ):সৌমেন সেন, উদয় কুমার, মাননীয় বিচারপতি (গণ)**

মনোরমা রায় বনাম নিলোৎপল রায়

এফ এ 134 অফ 2007, রায়দানের তারিখ 25/04/2023

দেওয়ানি কার্যবিধি (5 অফ 1908), আদেশ 8 নিয়ম 1, আদেশ 41 নিয়ম 27 – স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাকট (47 অফ 1963) , S.34 -লিখিত বিবৃতি সংশোধন - আপিল পর্যায়ে - অনুমোদনযোগ্যতা - বিরোধীর সম্পত্তির মালিকানা ঘোষণার জন্য মামলা করা হয়েছিল এবং আপিলকারীদের পক্ষে কোনও শেয়ার ঘোষণা করা হয়নি-আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন আপিলকারীরা লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদন করেছিলেন যেখানে তারা অতিরিক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করতে চান-এটি অবিশ্বাস্য যে আপিলকারীদের পূর্বসূরীরা বিবাদীয় দস্তাবেজের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না -10.07.1957 তারিখে পূর্ববর্তী মালিকের পক্ষে শেয়ারের ঘোষণার মাধ্যমে, নির্ভরযোগ্য নথিগুলি তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে-এই ঘোষণাকে কখনও চ্যালেঞ্জ করা হয়নি এবং তিনি মামলাধীন সম্পত্তিতে 1/4 শেয়ারের মালিক হিসাবে ছিলেন-আদালত কখনই যান্ত্রিকভাবে অতিরিক্ত প্রমাণের জন্য আবেদন করার অনুমতি দিতে পারে না যখন এই ধরনের নথিগুলি পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না-প্রশ্নযুক্ত দস্তাবেজগুলির বিলম্বিত প্রকাশের ব্যাখ্যাও অগ্রহণযোগ্য ছিল এবং বরং এমন ধারণা জন্ম দিয়েছে যে আপিলকারীরা চূড়ান্ত ডিক্রি কার্যধারা বিলম্বিত করতে চেয়েছিলেন -লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদন, প্রত্যাখ্যাত - ট্রায়াল কোর্টের প্রাথমিক ডিক্রি, অনুমোদিত।

(অনুচ্ছেদ 29,30,31,34,35,36,37,38)

উল্লেখিত মামলাঃ **কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদ সমূহ**

AIR 2008 SC 2139 :2008 AIR SCW 3159	অনুচ্ছেদ (24)
AIR 2007 SC 1663 :200 AIR SCW 2545	অনুচ্ছেদ (24)
AIROnline 1992 CAL 5	অনুচ্ছেদ (24)

আইনজীবীদের নাম

বাদীর পক্ষে সপ্তাংশু বসু, বরিষ্ঠ আইনজীবী, মানালি বিশ্বাস, প্রীতম বন্দ্যোপাধ্যায়; বিবাদীর পক্ষে ভাস্কর ঘোষ, প্রিয়াঙ্কা জান্নাস।

1.**সৌমেন সেন, মাননীয়** বিচারপতি লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদনের সঙ্গে আপিলের শুনানি করা হয়েছে।আপিল এবং উক্ত আবেদনটি এই একটি রায়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হোল।

2. সংক্ষেপে বলা যায়, আপিলকারীরা হলেন শম্ভুনাথ রায়ের আইনি উত্তরাধিকারীগণ। বিবাদীগন হলেন মৃত কমলাক্ষ্য রায়ের আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং

প্রতিনিধিসমূহ।পক্ষগণের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নলিখিত বংশতালিকা থেকে প্রদর্শিত হবেঃ

বংশতালিকা

3. প্রসন্ন, যোগেশ এবং নিবারণ 1907 সালের ৪ই জানুয়ারি ভারত সরকারের কাছ থেকে মামলাধীন সম্পত্তির বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।পাট্টাগুলি প্রকাশ করা হয়েছিল এবং প্রদর্শ 5 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।প্রসন্নের আট আনা অংশ ছিল এবং তারিনীর দুই পুত্র যোগেশ ও নিবারণের প্রত্যেকের চারআনা করে অংশ ছিল।

4. প্রসন্নের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র রামচাঁদ রায় ও কলাচাঁদ রায় উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁদের পিতার আট আনা অংশ পেয়েছিলেন এবং প্রত্যেকে চার আনা অংশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাদের নাম C.S.R.O.R. এ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।
1928-1930-এর সময় প্রকাশিত C.S.R.O.R তাদের নাম রয়েছে।

5. এই সময়ের মধ্যে যোগেশও মারা যান এবং তাঁর চার আনা অংশ তাঁর একমাত্র পুত্র কমলাক্ষ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর নাম C.S.R.O.R.-এ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। নিবারণের নামও C.S.R.O.R.-এও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

6. 1931 এবং 1940 সালে রামচাঁদ রায় অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান এবং তাঁর চার আনা অংশ তাঁর ভাই কালাচাঁদের উপর ন্যস্ত হয়, যিনি মামলাধীন সম্পত্তির আট আনার মালিক হন।

7. এই সময়ের মধ্যে নিবারণ রায় মারা যান এবং তাঁর চার আনা অংশ তাঁর বিধবা পত্নী জ্যোতিন্দ্র মোহিনী রায় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। নিবারন কোনো সন্তান ছিল না।1941 সালে বা তার কাছাকাছি সময়ে খাজনা না দেওয়ার কারণে সরকার আট আনার প্রতিনিধিত্বকারী কালাচাঁদ রায় এবং চার আনার প্রতিনিধিত্বকারী কমলাক্ষ্য রায়ের বিরুদ্ধে একটি সার্টিফিকেট নং 73 অফ 1941-42 মামলা শুরু করে।উক্ত সম্পত্তি নিলামে তোলা হয়।রাজ্য উক্ত নিলাম বিক্রির মাধ্যমে সম্পত্তিটি কিনেছিল।1941 সালে রাজ্যের পক্ষে বিক্রয়টি নিশ্চিত করা হয়।পরবর্তীকালে রাজ্য 1942 সালের 20শে এপ্রিল যতীন্দ্র মোহিনী-এর অংশ সহ আদালতের মাধ্যমে সমগ্র সম্পত্তির প্রতীকী দখল নেয় ।কালাচাঁদ তাঁর দুই পুত্র কাশীনাথ রায় এবং শম্ভু নাথ রায়কে রেখে মারা যান। 1952 সালে জতেন্দ্র মোহন রায় এবং শম্ভু একটি মামলা টি এস. 60 অফ 1954 করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং কমলাক্ষ্য রায়ের বিরুদ্ধে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করে বিক্রয়ের শংসাপত্র বাতিল করার জন্য এবং সম্পত্তি রাষ্ট্রের দ্বারা দখল নেওয়ার এবং বিক্রয় জালিয়াতির দ্বারা কলুষিত হয়েছিল বলে অভিযোগ করে।রাজ্য শুধুমাত্র উক্ত মামলাটির বিরোধিতা করেছিল।উক্ত মামলাটিতে 1957 সালের 10ই জুলাই ডিক্রি জারি করা হয়।শুধুমাত্র যতিন্দ্র মোহিনীর অংশটি স্যুট সম্পত্তির 1/4 অংশ বিক্রির দ্বারা প্রভাবিত হয়নি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল কারণ তাকে সার্টিফিকেট মামলার নোটিশ দেওয়া হয়নি।যদিও, বাদীদের নং 2 এবং 3 যথা কাশীনাথ এবং শম্ভু নাথ এর দাবি খারিজ করা হয়।এরপরে কাশীনাথ এবং শম্ভুনাথ

একটি টাইটেল আপিল যা টাইটেল আপিল নং 131 অফ 1957 দাখিল করেন।

৪.আপিল আদালত 7ই মে, 1960 তারিখের একটি রায়ে দ্বারা আপিল খারিজ করে দেয় এবং তারপরে কোনও দ্বিতীয় আপিল করা হয়নি এবং টিএস 6 অফ 1954 সালের মামলার রায় ও ডিক্রি চূড়ান্ত হয়ে যায়।

9. 1962 সালে যতীন্দ্র মোহিনী নিঃসন্তান হিসেবে মারা যান।উপরোক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে যে তিনি সম্পত্তির চার আনা অংশের মালিক হয়েছিলেন, সেই অংশটি যোগেশ চন্দ্র রায়ের একমাত্র পুত্র কমলাক্ষ্য রায়ের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল কারণ নিবারণ এবং যতীন্দ্র মোহিনী নিঃসন্তান হিসেবে মারা গিয়েছিলেন। যোগেশ নিবারনের ভাই ছিলেন ।এর পরিপ্রেক্ষিতে কমলাক্ষ্য স্যুট সম্পত্তির চার আনা অংশের মালিক হন এবং সার্টিফিকেট মামলার বিক্রির মাধ্যমে রাজ্য 12 আনা অংশের মালিক থাকে।

10. 1980 সালের 3 জানুয়ারি কমলাক্ষ্য মারা যান নীলোৎপল রায়, জগন্নাথ এবং শিবানীকে রেখে ।বর্তমান পার্টিশন মামলার মূল বাদীরা পার্টিশন স্যুট 296 অফ 1998 (যা পার্টিশন স্যুট 141 of 2002 হিসাবে পুনঃ সংখ্যায়িত করা হয়েছে) দাবি করেছেন যে তাঁরা কমলাক্ষ্য-এর সাথে যৌথভাবে মামলা সম্পত্তিতে চার আনা অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন।মামলাটি মূলত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, মামলা সম্পত্তিতে তাদের 1/4 অংশ দাবি করে।

11. 2002 সালের 23শে জুলাই মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালীন, বর্তমান আপিলকারীদের পূর্বসূরি শম্ভু নাথ রায়কে তাঁর পক্ষে দায়ের করা একটি আবেদন অনুসারে বিদ্বান ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা বিবাদী নং 2 হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।2003 সালের 29শে অক্টোবর, শম্ভুর মৃত্যুর পর বর্তমান আপিলকারীদের বিচার আদালত দ্বারা শম্ভুর জায়গায় বিবাদী হিসাবে প্রতিস্থাপন করা হয়।2006 সালের 17ই নভেম্বর প্রাথমিকভাবে ডিক্রি জারির মাধ্যমে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়।বিদ্বান ট্রায়ল আদালত মামলাধীন সম্পত্তির চার আনা অংশ বাদীদের এবং বারো আনা অংশ সরকারের পক্ষে ঘোষণা করে।

12. আবেদনকারীরা কোনও অংশ পাননি।

13. এর ফলে বর্তমান আবেদনটি করা হয়েছে।

14. আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন আবেদনকারীরা লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য একটি আবেদন এবং আবেদনকারীরা যে নথির উপর নির্ভর করতে চান তা প্রকাশ করে একটি সম্পূরক হলফনামা দাখিল করেন।লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদনে আপিলকারীরা 9 নং অনুচ্ছেদের পরে 9এ এবং 9বি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করেছিলেন।প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি হলঃ

"9এ। যে প্রসন্ন চন্দ্র রায়, নিবারণ চন্দ্র রায় এবং কমলাক্ষ্য রায় 500 টাকা ঋণ নিয়েছিলেন হরিলাল সেন, পিতা প্রয়াত পরেশ নাথ সেন এবং ব্রজেন্দ্র নাথ সেন পিতা প্রয়াত শ্রী খগু সেন , উভয়ই থানা + সাব-রেজি. বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ নিবাসীদের নিকট থেকে

তাদের জমি-সম্পত্তি বন্ধক রেখে, যা মামলাধীন সম্পত্তিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।উক্ত প্রসন্নচন্দ্র রায় ও কমলাক্ষ্য রায় উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় উক্ত হরিলাল সেন ও ব্রজেন্দ্রনাথ সেন এক হাজার তিনশো ঊনচল্লিশ টাকা এবং দুই আনা ছয় পাই আদায়ের জন্য মট'গেজ মামলা দায়ের করেন।উক্ত মামলাটিতে 1918 সালের ৪ই জুলাই প্রাথমিক ডিক্রি ঘোষণা করা হয়।যাইহোক, উক্ত মট'গেজ মামলার চূড়ান্ত ডিক্রি কার্যক্রমের সময় যখন কমলাক্ষ্য রায় উক্ত মামলায় সম্পত্তিতে তাঁর চার আনা অংশের বিক্রির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন, তখন 1920 সালের 12ই জুলাই উক্ত মট'গেজ মামলার উপর একটি বিক্রির ডিক্রি জারি করা হয়, যার মাধ্যমে উক্ত হরিলাল সেন এবং ব্রজেন্দ্র নাথ সেন উক্ত মট'গেজ মামলার সাথে জড়িত সম্পত্তিতে উক্ত নিবারণ চন্দ্র রায়ের বারো আনা অংশ কিনেছিলেন, যার মধ্যে বর্তমান স্যুট সম্পত্তিও রয়েছে।এইভাবে, উক্ত হরিলাল সেন এবং ব্রজেন্দ্র নাথ সেন স্যুট সম্পত্তির উক্ত বারো আনা অংশের পরম মালিক হয়ে ওঠেন।

9বি। এইভাবে, উক্ত হরিলাল সেন এবং ব্রজেন্দ্র নাথ সেন পরবর্তীতে 21শে মাঘ, 1328 বঙ্গ তারিখের নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে শৈলবালা চৌধুরানির কাছে তাদের কথিত বারো আনা অংশ বিক্রি করে দেন। উক্ত শৈলবালা চৌধুরানি উক্ত জমির নিরঙ্কুশ মালিক হিসাবে সম্পত্তি দখল ও উপভোগ করার সময় বিবাদী নং- 2(ক) থেকে 2(ঙ)-এর পূর্বসূরি কালাচাঁদ রায়ের পক্ষে তা উইল করেছিলেন 1929 সালের 20শে মে তারিখের একটি নিবন্ধিত দানপত্র দলিল দ্বারা ।এইভাবে, উক্ত কালাচাঁদ রায় মামলাধীন সম্পত্তির বারো আনা অংশের পরম মালিক হয়ে ওঠেন।

15. লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদন জমা দিতে বিলম্ব এবং অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত নথির প্রকাশ সম্পূরক হলফনামার ৪ নং অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।তাতে লেখা আছেঃ "৪। যে, উক্ত বিবাদী নং 2 শম্ভুনাথ রায়ের মৃত্যুর পর এবং বিচার চলাকালীন, আমরা প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে ছিলাম সেকারনে আমাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতে হয়েছিল।

সেই সময়ে আমাদের বাবার দূর সম্পর্কিত আমাদের এক কাকা, যিনি আর্থিকভাবে আমাদের সাহায্য করতেন, 2005 সালের ফেব্রুয়ারিতে আমাদের এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে আমাদের আবাসিক বাড়ির পার্টি'শন মামলার বিষয়ে কথা বলিয়েছিলেন।উক্ত কাকা তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, কেন তোমাদের মধ্যে বিভাজনের মামলা হল, যখন সম্পত্তিটি ইতিমধ্যেই তাঁর দাদুর বোন শৈলবালা হস্তান্তর করেছেন।

চৌধুরাণী উক্ত মৃত কালাচাঁদ রায়ের পক্ষে একটি দানপত্র দলিল কার্যকর করে। উক্ত কাকা উক্ত দলিলটি কার্যকর করার আনুমানিক বছরটিও আমাদের অবহিত করেছিলেন।সেই সময়ে উক্ত কাকা প্রথমবার আমাদের জানান যে, আমাদের দাদুর বোন শৈলবালা চৌধুরী একটি নিবন্ধিত দানপত্র দলিলের মাধ্যমে উক্ত মৃত কালাচাঁদ রায়ের পক্ষে মামলা সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন এবং উক্ত দানপত্র দলিলের আনুমানিক বছরও আমাদের অবহিত করেছেন।এরপর আমরা তাঁর মৌখিক বিবৃতির ভিত্তিতে 2005 সালের মে মাসে বহরমপুর

রেজিস্ট্রি অফিসের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করি, উক্ত দপ্তর আমাদের পরামর্শ দেয় যে, আমাদের কাকার দ্বারা বর্ণিত দলিলের কোনও বিবরণ না থাকায় আমরা উক্ত দানপত্র দলিলের যথাযথ বিবরণ সরবরাহ করতে অক্ষম এবং সেই অনুযায়ী আমরা উক্ত দানপত্র নথি হস্তগত করতে অক্ষম।সেই অনুযায়ী আমরা সময়ে সময়ে উক্ত বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।শেষ পর্যন্ত, 2006 সালের শেষের দিকে উক্ত বিভাগ আমাদের জানায় যে, 1929 সালের শৈলবালা চৌধুরীর নামে একই ধরনের একটি দলিল সনাক্ত করা হয়েছে।সেই অনুযায়ী আমরা উক্ত বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং উক্ত দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপির জন্য আবেদন করি।যাইহোক, আমরা 2007 সালের মে মাসে 1929 সালের 20শে মে তারিখের উক্ত দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি সংগ্রহ করেছি।এরপর আমরা মাননীয় ট্রায়াল কোর্টের সামনে মাননীয় অ্যাটর্নি-এর সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং 1929 সালের 20শে মে তারিখের দলিলের উক্ত প্রত্যয়িত অনুলিপি হস্তান্তর করি, যিনি প্রত্যুত্তরে আমাদের শ্রী হরিলাল সেন এবং ব্রজেন্দ্র সেন কর্তৃক শৈলবালা চৌধুরীর পক্ষে সম্পাদিত পূর্ববর্তী দলিলটি সংগ্রহ করার পরামর্শ দেন এবং আমরা শেষ পর্যন্ত 2008 সালের মে মাসে উক্ত ক্রয়কৃত দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি পাই।

16. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী সপ্তাংশু বসু নিবেদন করেছেন যে বিক্রয় দলিলের প্রতিপাদ্য থেকে এটি প্রদর্শিত হয় যে সেন ভাইয়েরা যথা প্রসন্ন, নিবারণ এবং কমলাক্ষ্যের বিরুদ্ধে বন্ধকী মামলায় সম্পত্তিটি কিনেছিলেন, যারা আপাতদৃষ্টিতে তাদের শেয়ার বন্ধক রেখেছিলেন কিন্তু বন্ধকী ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি এবং সেই অনুযায়ী 1918 সালে বন্ধকী মামলাটি 1918 সালের বন্ধকী মামলা 173 হিসাবে দায়ের করা হয়েছিল এবং উক্ত মামলাটি 1920 সালের 12 জুলাই
ডিক্রি জারি করা হয়েছিল।

17. শ্রী বসু বলেন যে, কমলাক্ষ্য তাঁর 4 আনা শেয়ার বিক্রির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিলেন এবং এই আপত্তি বহাল ছিল।সেই অনুযায়ী, কমলাক্ষ্য 4 আনা শেয়ারের মালিক বজায় থাকেন।

18. এই বিক্রির ফলে সেন ভাইয়েরা 12 আনা শেয়ারের মালিক হন, তারপরে সেন ভাইয়েরা 1328 খ্রিষ্টাব্দের 21শে মার্চ একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে শৈলবালার পক্ষে তাদের শেয়ার বিক্রি করেন। এরপর 1929 সালের 20শে মে একটি উপহার দলিলের মাধ্যমে শৈলবালা তাঁর অংশ কালাচাঁদ রায়ের কাছে হস্তান্তর করেন।

19. শ্রী বসু বলেন যে, উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য এই তথ্যগুলি নথিভুক্ত করা যায়নি এবং আবেদনকারীদের তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই জাতীয় উপকরণ এবং প্রযোজ্য প্রমাণ নথিভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

20. শ্রী বসু বলেন যে, যদি আপিলকারীরা সেন ভাইদের দ্বারা শৈলবালার পক্ষে বিক্রয়ের দলিল এবং শৈলবালার ভাই কালচন্দের পক্ষে উপহারের দলিলের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তবে বর্তমান বাদীরা জ্যোতিন্দ্র মোহিনীর কাছ থেকে কোনও অংশের ঘোষণার

অধিকারী নন।এটি নিবেদন করা হয় যে একবার বন্ধকী মামলাটি নিষ্পত্তি হয়ে গেলে এবং বন্ধকী ডিক্রি কার্যকর করার সময় সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেলে সম্পত্তির প্রতি নিবারনের লভ্য লোপ পায়।যদি নিবারণের সম্পত্তিতে লভ্য না থাকত, তাহলে জ্যোতিন্দ্র সম্পত্তির প্রতি কোনও লভ্য দাবি করতে পারতেন না।

21. এটি নিবেদন করা হয় যে উভয় নথিই নিবন্ধিত নথি এবং এর একটি উচ্চ অনুমানমূলক গুরুপ্ত রয়েছে।এগুলি 30 বছরেরও বেশি প্রাচীন।

22. এটি জমা দেওয়া হয় যে, এই পর্যায়ে তাদের লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদন বিবেচনা করে এবং অতিরিক্ত প্রমাণের জন্য আদালত উক্ত নথির প্রমাণমূলক মূল্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এবং যদি আদালত মনে করে যে এই ধরনের সংশোধনী প্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত প্রমাণ নথিভুক্ত করার প্রয়োজন হয়, তবে আবেদনকারীরা এখন যে নথির উপর নির্ভর করতে চাইছেন তার প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রমাণমূলক মূল্যের বিষয়ে বিষয়টি বিচার নিম্ন আদালতের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

23.এটি নিবেদিত হয়েছে যে আপিলকারীরা অসংশোধিত লিখিত বিবৃতিতে একটি নির্দিষ্ট বিবৃতি দিয়েছেন যে জ্যোতিন্দ্রের মামলা সম্পত্তির প্রতি কোনও লভ্য ছিল না, যদিও উপরোক্ত দুটি নথির উপর ভিত্তি করে নয়।এখন যেহেতু নথিগুলি উপলব্ধ রয়েছে যা দেখায় যে বন্ধকী বিক্রির কারণে নিবারন সম্পত্তিতে তার অংশ হারিয়েছেন, আবেদনকারীদের উক্ত দুটি নথির উপর নির্ভর করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

24.এটি নিবেদন করা হয়েছে যে সংশোধনীটি অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন কারণ এটি বিষয়টির মূলে যায় এবং এটি কোনও প্রতিবাদ নথি যা এই লিখিত বিবৃতিতে বিবাদীদের দাবির সাথে সংযুক্ত নয়।উক্ত সংশোধনীটি বাস্তবিক ও প্রাসঙ্গিক এবং বিরোধগুলির সুষ্ঠু ও যথাযথ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয়।
এই বিষয়ে শ্রী বসু নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছেনঃ

i) মিঃ জ্যাকব চেরিয়ান বনাম হিমাংশু কুমার মুখার্জি এবং অনান্যা। 1993(1) CHN 21 -এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃঃ(AIROnline 1992 CAL 5)

ii) উষা বালাসাহেব স্বামী এবং অন্যান্যরা। বনাম কিরণ আপ্পাসো স্বামী এবং অন্যান্য, 2007(5) SCC 602-এ রিপোর্ট করেছেনঃ(AIR 2007 **SC 1663):**

iii) উত্তর-পূর্ব রেল প্রশাসন, গোরক্ষপুর বনাম ভগবান দাস (মৃত) রিপোর্ট করা হয়েছে 2008(8) SCC 511-এ(AIR 2008 SC 2139)।

25. ডিক্রিধারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ভাস্কর ঘোষ বলেছেন যে অতিরিক্ত প্রমাণ প্রকাশ করে একটি সম্পূরক হলফনামা সহ লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদনটি ভ্রান্তিমূলক এবং দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ 41 বিধি 23-এর বিধান অনুসারে নয়।এটি নিবেদন করা হয় যে আবেদনকারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে যথাযথ প্রচেষ্টার সত্ত্বেও এই ধরনের প্রমাণ তার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা যথাযথ প্রচেষ্টার সত্ত্বেও উক্ত নথিগুলি

উপস্থাপন করা যায়নি।এটি জমা দেওয়া হয় যে আবেদনকারীরা অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণের জন্য পূর্ব-শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে।

26. অতিরিক্ত প্রমাণের জন্য আবেদনে দেওয়া ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে শ্রী ঘোষ বলেন যে, আবেদনকারীদের অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা এক চাচার কাছ থেকে উক্ত দুটি নথির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন, যার নাম কখনও প্রকাশ করা হয়নি এবং যদি এই ধরনের বিবৃতি এমনকি গৃহীত হয়, তা হলে তাঁরা এই ধরনের তথ্য নথিভুক্ত করে নিম্ন আদালতে যথাযথ আবেদন করতে পারতেন।উক্ত দুটি নথির অস্তিত্ব সম্পর্কে এই কথিত তারিখের অনেক পরে মামলাটি ডিক্রি জারি করা হয়েছিল।উপরন্তু, 1941 সালে জ্যোতিন্দ্র মোহিনীর সাথে আপিলকারীদের পূর্বসূরীরা 1954 সালের টাইটেল স্যুট নং 60 নামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে শংসাপত্র বিক্রয় বাতিল করার জন্য একটি মামলা দায়ের করেন এবং উক্ত মামলায় জ্যোতিন্দ্র মোহিনী মামলাধীন সম্পত্তিতে তার 1/4 শেয়ার পুনরুদ্ধার করতে সফল হলেও আপিলকারীদের পূর্বসূরীরা মামলাটি হারেন এবং আবেদনের ডিক্রিটি বিঘ্নিত হয়নি।

27. শ্রী ঘোষ বলেন যে, যদি তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনও প্রকৃত প্রচেষ্টা থাকত, তা হলে আপিলকারীরা বন্ধক মামলায় বিষয়টি প্রকাশ করতে পারতেন এবং সেখানে যে ডিক্রি দেওয়া হয়েছিল তা প্রমাণ করতে পারে না যে, 1957 সালের 10ই জুলাই জ্যোতিন্দ্র মোহিনীর পক্ষে 1/4 শেয়ার ঘোষণা করে জারি করা ডিক্রিটির পরিপ্রেক্ষিতে বিক্রয়ের দলিল বা দানপাত্র দলিল মামলা সম্পত্তির প্রতি নিজের অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল।

28. এটি নিবেদন করা হয় যে এই পর্যায়ে এই সংশোধনীর অনুমতি দেওয়া হলে, এটি পূর্বে গৃহীত রায় এবং পক্ষগুলির অংশীদারদের সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিশীল করে তুলবে এবং বাদী/ডিক্রিধারীদের জন্য গুরুতর পক্ষপাত সৃষ্টি করবে।

29.এখন যে বিষয়টি আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা হল অতিরিক্ত প্রমাণের অনুমতি দিয়ে লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আমাদের এই আবেদনটি অনুমোদন করা উচিত কিনা।কোনও সন্দেহ নেই যে সংশোধনের জন্য এই আবেদনটি অতিরিক্ত প্রমাণের সাথে অনুমোদিত না হলে বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়টি নিখুঁত এবং চূড়ান্ত।

30. নথিতে থাকা বিষয়বস্তু এবং প্রমাণগুলি দেখায় যে আবেদনকারীরা পশ্চিমবঙ্গ এবং কামাখ্যা রাজ্যের বিরুদ্ধে কাশীনাথ, শম্ভু নাথ এবং জ্যোতিন্দ্র মোহিনীর দায়ের করা টি. এস. 60 অফ 1954 মামলার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন যখন ডিক্রিটি পাস হয়েছিল, যদি এর আগে না হয় । 1957 সালের 10ই জুলাই জ্যোতিন্দ্র মোহিনীর 1/4 শেয়ার ঘোষণা করে ডিক্রিটি পাস করা হয় যা শংসাপত্র বিক্রির দ্বারা প্রভাবিত হবে না। 1960 সালের 7ই মে রাজ্যের দায়ের করা আপিল খারিজ করে আপিল আদালতের দ্বারা ডিক্রি জারি করা হয়।1960 সালের ৭ই মে তারিখের আপিল ডিক্রিটি এক্সিবিট 6 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই বিষয় প্রকাশ করা হলে আবেদনকারীদের অবিলম্বে অবহিত করা

হয়।

31.এটা অবিশ্বাস্য যে, বর্তমান আপিলকারীদের পূর্বসূরীরা উক্ত নথির অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, যদি সেগুলি আদৌ বস্তুগত হয়, যার কারণে কাশীনাথ ও শ্মভুর পিতা কালাচাঁদ মালিক হওয়ার দাবি করেছিলেন।জ্যোতিন্দ্র 4 আনা শেয়ারের মালিক ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে বাদীরা এখন তাঁর অংশ দাবি করার অধিকারী।

32. মিঃ বসু বলেছেন যে বন্ধক বিক্রির বিষয়ে কমলাক্ষ আপত্তি জানিয়েছিলেন যেহেতু তার 4 আনা শেয়ার ছিল।আমরা ধরে নিই যে এটি একটি শংসাপত্র বিক্রয়, তবে কমলাক্ষ্যের সম্পত্তিতে 4 আনা শেয়ার থাকার প্রমাণ করার মতো কোনও নথি নেই, কারণ শ্রী বসুর মতে প্রসন্ন, নিবারণ এবং কমলাক্ষ্যের বিরুদ্ধে বন্ধক মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে 12 জুলাই, 2020 তারিখে একটি ডিক্রি পাস করা হয়েছিল।যদি আমরা ধরে নিই যে প্রসন্ন ও নিবারনের অংশ বিক্রি করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে কমলাক্ষ্যের 4 আনা অংশ ছিল।তাঁর এখনও 4 আনা শেয়ার থাকতে পারে।1954 সালের 60 নং টাইটেল মামলায় পাস হওয়া ডিক্রিটির পরিপ্রেক্ষিতে নিবারণের আইনী উত্তরাধিকারী হিসাবে বর্তমান বাদীরা কেবলমাত্র জ্যোতিন্দ্র মোহিনীর অংশের অধিকারী, যিনি নিঃসন্তান মারা গিয়েছিলেন।

33. শ্রী বসু চান আমরা যেন বিশ্বাস করি এবং মেনে নিই যে, জ্যোতিন্দ্র মোহিনীর সঙ্গে আপিলকারীদের পূর্বসূরীদের দায়ের করা মামলাটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক মামলা ছিল।

34.তাদের পূর্বসূরীদের দ্বারা জ্যোতিন্দ্র মোহিনীর সাথে দায়ের করা মামলাটি ষড়যন্ত্রমূলক ছিল বলে প্রমাণ করার মতো কোনও প্রমাণ নথিতে ছিল না।প্রকৃতপক্ষে, 1957 সালের 10ই জুলাই জ্যোতিন্দ্র মোহিনীর পক্ষে শেয়ার ঘোষণার কারণে যে দুটি নথির উপর নির্ভরশীলতা এখন অতিরিক্ত প্রমাণের মাধ্যমে রাখার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। পরবর্তী কোনও কার্যধারায় জ্যোতিন্দ্র মোহিনীর পক্ষে শেয়ারের ঘোষণাকে কখনও চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। তিনি স্যুট সম্পত্তিতে 1/4 শেয়ারের মালিক হিসাবে বজায় ছিলেন।আদালত যান্ত্রিকভাবে অতিরিক্ত প্রমাণের জন্য একটি আবেদনের অনুমতি দিতে পারে না যখন আদালত পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই জাতীয় নথিগুলি প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করে না।

35. আপিলকারীদের পূর্বসূরীদের কাজ ও আচরণ আপিলকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং তারা এই পর্যায়ে ফিরে এসে যুক্তি দিতে পারে না যে 1954 সালের উক্ত মামলাটি ষড়যন্ত্রমূলক ছিল যেখানে তাদের পূর্বসূরীরা হেরে গিয়েছিলেন, তবে, জ্যোতিন্দ্র মোহিনীর অধিকার ঘোষণা করা হয়েছিল।যেহেতু আপিলকারীরা অতিরিক্ত প্রমাণের জন্য আবেদন করেছেন, আদালত আশা করবে যে তারা বন্ধকী মামলা বা বন্ধকী ডিক্রি-তে অভিযোগটি প্রকাশ করবে কারণ আদালত যান্ত্রিকভাবে অতিরিক্ত প্রমাণের জন্য আবেদনটি অনুমতি দিতে পারে না অন্ততপক্ষে যতক্ষণ একটি প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন না করে যে উক্ত নথিগুলি পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের যথাযথ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয়।

36.অর্ডার 41 রুল 23-এর অধীনে ক্ষমতাটি বিবেচনামূলক এবং এটি বিবেচনার সাথে

প্রয়োগ করা প্রয়োজন এবং শুধুমাত্র এই পরিস্থিতি এবং সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যে রুল 27-এর অধীনে প্রদত্ত পূর্ব-প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ করা হয়েছে।আবেদনকারীরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে তারা 2005 সালের ফেব্রুয়ারিতে নথির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন যেখানে মামলাটি শেষ পর্যন্ত ৭ নভেম্বর, 2006 সালে ডিক্রি দেওয়া হয়েছিল।

যথাযথ অধ্যবসায়ের সাথে আপিলকারীরা উক্ত নথিগুলি উপস্থাপন করতে পারতেন, যদি তারা নিশ্চিত হতেন যে এই জাতীয় নথিগুলি তাদের পক্ষে মামলাটির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক।আবেদনের 8 নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিলম্বিত প্রকাশের ব্যাখ্যাটি বিশ্বাস করা এবং গ্রহণ করা কঠিন।কাকার নাম সুবিধাজনকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।এক্ষেত্রে, এটি একটি ধারণা দেয় যে তারা চূড়ান্ত ডিক্রি কার্যধারা বিলম্বিত করতে চায়।

37.এই বিবেচনার ভিত্তিতে আমরা নিম্ন আদালতের প্রদত্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।প্রাথমিক ডিক্রি আদেশটিতে সম্মতি দেওয়া হয়েছে।

38. লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদন খারিজ।তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকছে না।
39। আমি সম্মত।

উদয় কুমার, বিচারপতি

আপিল খারিজ